[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইসলাম এর নিকট লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মহোদয় উক্ত বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার কার্যালয়ে অবস্থিত জেলা “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর দায়িত্ব প্রাপ্ত এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী’কে দায়িত্ব দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জেলা গোয়েন্দা শাখা, চুয়াডাঙ্গার সহযোগীতায় হালিমা খাতুনের স্বামী নাজিম উদ্দিনের বাড়ি থেকে দেড় বছরের শিশু লামমীম’কে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়।

পুলিশ সুপারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে হালিমা খাতুন তার শিশু পুত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে পুলিশ সুপারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মেহেরপুরে যুব লীগের ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় শহীদ রিপন টাওয়ারের উপরে যুবলীগের ইউনিয়ন ইউনিট প্রধানদের নিয়ে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম-আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, রোজা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে চলার শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও আত্ম-অহংকারবোধ ভুলে গিয়ে সুখি, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাসই হলো পবিত্র রমজান।
ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ এবং রমজানের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস মল্লিক, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, জেলা যুব লীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, ইয়ানুস আলী, মাহবুব হাসান

ডালিম, মেজবাহ উদ্দিন, থানা যুব লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান অপু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুব লীগের সভাপতি হাজি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রায়হানুজ্জামান মুন্টু, বাগোয়ান ইউনিয়নের সভাপতি বাবুল মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মংলা, মোনাখালি ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক শান্তি রাজ, মহাজনপুর ইউনিয়নের সভাপতি মফিজুর রহমান মজনু, সাধারণ সম্পাদক মিঠু, বুড়িপোতা ইউনিয়নের সভাপতি উজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রুমেল মোল্লা সহ যুব লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলের মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা হয়।

গাংনীর সাহারবাটিতে বোমা হামলা ঘটনায় একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানায়, গত ২৪ এপ্রিল সকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল ও নৌকা মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পাঁচটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। আহত হয় উভয় পক্ষের চারজন।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা দায়ের করেন। চেয়ারম্যান গ্রুপের পক্ষে মাবিয়া মলদারের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদি হয়ে ২৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। মামলা নং-২১/২০২১। অপরদিকে গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম টুটুল বাদি হয়ে ২৭ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২২/২০২১। মামলা দুটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এসআই আব্দুর রাজ্জাক ও এসআই গোলাম মোস্তফাকে।

রাকিবুল ইসলাম টুটুলের দায়েরকৃত মামলার এক আসামি সাহারবাটি

গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে গতকাল রবিবার সকালে চারাচারা বাজার থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, উভয় পক্ষ মামলা করেছে। আমরা আসামিদেরকে গ্রেপ্তারে জোর চেষ্টা করছি। সাহারবাটিতে আর কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে গত শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

গো-খাদ্য বিক্রয় করে চলে সংসার

মুজিবনগর উপজেলার প্রায় প্রত্যেক পরিবার গরু-ছাগল পালন করে। পরিবারের দুধের চাহিদা পূরণ করতে বা শখের বসে গাভী গরু পালন করে বেশি। বিভিন্ন চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা, গরুকে চারণ ভূমিতে চরানোর সময় না থাকায় বাড়িতে রেখেই তাদের লালন পালন করে।
এ এলাকায় গরুকে মূলত ধানের বিচালি, ঘাস, খৈল, ভূসি ইত্যাদি খাওয়ানো হয়ে থাকে। তবে বিচালি ও নেপিয়ার জাতের ঘাস বেশি খাওয়ানো হয় গরুকে। পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ছাগল পালনেও নেপিয়ার ঘাস খাওয়ানো হয়।

দিনদিন ঘাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া ও লাভ জনক হওয়ায় কিছু মানুষ গোখাদ্য- ঘাস বিক্রয় পেশাকে বেছে নেয়। এখন তাদের প্রধান পেশা গো-খাদ্য বিক্রয়। উপজেলার বিভিন্ন বাজারে বা মোড়ে গড়ে উঠেছে ঘাসের বাজার।

প্রাণি সম্পদ অফিসের তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে মুজিবনগর উপজেলায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার নেপিয়ার সহ অন্যান্য জাতের ঘাস বিক্রয় হয়।
এই গো-খাদ্য বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে উপজেলার সব থেকে বড় বাজার কেদারগঞ্জ বাজারের উত্তর পার্শ্বে মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পাশে ছোট পরিসরে গড়ে উঠেছে গো-খাদ্যের বাজার যাকে এলাকার মানুষ ঘাস মার্কেট বলে ডাকে। এখানে ১০ থেকে ১৫ জন গো-খাদ্য বিক্রেতা প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার ঘাস বিক্রয় করে।

কেদারগঞ্জ বাজারের গো-খাদ্য বিক্রেতা মানিকনগর গ্রামের মৃত এলেমান মন্ডলের ছেলে ইয়াছিন আলী (৬৫) দীর্ঘ ৮ বছর ধরে গো-খাদ্য ঘাস বিক্রয় করছেন। তিনি জানান, প্রথম অবস্থায় ১০ কাঠা পরিমাণ জমিতে নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষ করে ভ্যান গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করতাম। তখন ১০/২৫ আটি বিক্রয় হত। দিনদিন ঘাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ৫ বিঘা জমিতে ঘাস চাষ করেছেন। এখন প্রতিদিন তিনি ৫ টাকা দরে প্রায় ৬শত আটি ঘাস বিক্রয় করে। খরচ বাদ দিয়ে ৬/৭শত টাকা লাভ থাকে। এটাই তার এখন প্রধান পেশা, এতেই চলে তার সংসার।

গোখাদ্য বিক্রেতা শিবপুর গ্রামের আব্দুর রহমান গাইন(৫৫) জানান, তিনিও প্রায় ৬ বছর যাবত ঘাস বিক্রয় করছেন। তিনি ৩ বিঘা জমিতে ঘাস চাষ করেছেন। প্রতিদিন তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে ঘাস বিক্রয় করেন। গড়ে প্রতিদিন তার ৪/৫ শত টাকা লাভ হয়।

ঘাস বিক্রেতা রামনগর গ্রামের আব্দুল মান্নান জানান, আগে তিনি ভ্যান চালাতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভ্যানে করে পাটের মাথা, ঘাস, কাঁচা গমের গাছ নিয়ে বিক্রি করতেন। লাভ জনক হওয়ায় আস্তে আস্তে তিনি এটা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি নিজের ১ বিঘা এবং ২ বিঘা জমি বিঘা প্রতি বছরে ১৫ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে ঘাসের চাষ করেছেন। প্রতিদিন সকালে জমি থেকে ঘাস কেটে ঘাস মার্কেটে এনে সারা দিন বিক্রয় করেন। এতে তার খরচ বাদ দিয়ে দিন ৫/৬শত টাকা লাভ থাকে, এতেই তার সংসার চলে যায়।

এভাবেই গো-খাদ্য বিক্রয় করে চলে উপজেলার অর্ধশত পরিবার।

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৯টি মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দিল পুলিশ

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা হতে হারিয়ে যাওয়া ৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার।

আজ রবিবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনের গ্রেল সেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভা শেষে উদ্ধারকৃত ৯টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেন।

এসময় মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফেরত প্রাপ্তদের মধ্যে গাংনীর জালশুকা গ্রামের রাকিবুল ইসলামের ভিভো ওয়াই১১, মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের রেডমি ৮, চাঁদবিলের মোঃ রাফিউল ইসলামের গ্যালাক্সি গ্রান্ড প্রাইম, গাংনী দুর্লভপুরের আতাউর রহমানের গ্যালাক্সি জে২, মেহেরপুর পোস্ট অফিস পাড়ার জিয়াউর রহমান আকাশের শাওমি ৭, শ্যামপুরের সজিব হোসেনের ৫স্টার, শহরের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের ১প্লাস ৬, গাংনীর সাব্বির আহমেদের ভিভো ১৯৩৮ এবং কালাচাঁদপুরের আলিফ মিয়ার রিয়েলমি সি১৫ পুলিশ সুপারের কাছে থেকে বুঝে নিয়েছেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় তিন থানার ওসিসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করোনায় আবারও শতাধিক মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১ হাজার ৫৩ জনে।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ২ হাজার ৯২২ জন। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৩২২ জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৩০১ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৪৫২ জন।

এর আগে শনিবার (২৪ এপ্রিল) করোনায় ৮৩ জন মারা যান। ২ হাজার ৬৯৭ জন করোনা আক্রান্ত হন।

মুজিবনগরে এসএসসি ফরম পূরণে হয়রানীর শিকার শিক্ষার্থীরা

মুজিবনগরে এসএসসি পরিক্ষার ফরম পূরণ করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলামের গাফিলতির কারনে হয়রানির শিকার হচ্ছে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোমল মতি শিক্ষার্থীরা।

করোনা ভাইরাসের কারনে ২০২১ সালের এসএসসি পরিক্ষার ফরমপূরণে পরিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। এ জন্য ১১ই এপ্রিল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে বোর্ডের ও প্রতিষ্ঠানের ফিস আদায়ের জন্য সোনালি ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। এবং ১৫ ই এপ্রিল এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত ব্যাংকের হিসাব নম্বর যাচায় করে Institute panal -এ আপলোড করার জন্য

ঝিনাইদহে করোনা বিভাগে ডাক্তারদের রুমে এসি লাগিয়ে দিলেন পৌর মেয়র

প্রচন্ড গরমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ বিভাগের আবাসিক ডাক্তাররা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন করোনা রুগীদের। ডাক্তারদের সুবিধার্থে “কোভিড-১৯ ডাক্তার ডিউটি রুমে এসি প্রদান করলেন ঝিনাইদহ পৌরসভা মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

প্রচন্ড গরমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রুগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের ডাক্তাররা। এই সংক্রমণের মধ্যে তারা নিজেদের জীবনের মায়া করছেন না। ইতোমধ্যে অনেক ডাক্তার এবং নার্স করোনা পজিটিভ হয়েছেন। তারপরও তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই গরমে তাদের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসলেন পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।